প্রথম আলো

12 DEC 2013

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা

বাংলা-ইংরেজির প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মিললেও পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সদ্য শেষ হওয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ের বেশির ভাগ প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মিলেছে। ইংরেজিতে ৮০ শতাংশ এবং বাংলায় ৫০ শতাংশ প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। তবে অন্য বিষয়ে ফাঁসের প্রমাণ মেলেনি।

প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। তবে তিনি জানান, পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ইংরেজি বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিশুরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ঢাকা, খুলনা, সাতক্ষীরা ও দিনাজপুর—এ চার জেলায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কোচিংভিত্তিক একটি চক্র এর সঙ্গে জড়িত। তদন্ত কমিটি ময়মনসিংহের একটি কোচিং সেন্টার এবং ওই জেলায় অবস্থিত প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) কয়েকজন কর্মকর্তাকে প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত বলে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে। কমিটি মনে করে, সীমিত এলাকায় এ আংশিক ফাঁস সার্বিকভাবে সমাপনী পরীক্ষার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর আবার পরীক্ষা নিয়ে তাদের কষ্ট দিতে চায় না কর্তৃপক্ষ।

এবার এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল প্রায় ২৭ লাখ শিক্ষার্থী। গত ২০ নভেম্বর পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। ঘটনা তদন্তে ২৪ নভেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিজি প্রেস, নেপ ও ময়মনসিংহে সরেজমিন ছাড়াও দিনাজপুর, সাতক্ষীরা ও খুলনাসহ বিভিন্ন জেলার তথ্য সংগ্রহ করে।

সাত সুপারিশ: তদন্ত কমিটি সাতটি সুপারিশ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে বিজি প্রেসের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও গোপনীয় ছাপাখানা আধুনিকায়ন করা। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন (সৃজনশীল) প্রণয়নের জন্য বর্তমানে নেপের মাত্র কয়েকজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন, এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং নেপের তৈরি করা প্রশ্ন বিজি প্রেসে প্রুফরিডিং ব্যবস্থা বাতিল করা।

এ ছাড়া চিহ্নিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও সন্দেহের তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করে আইনানুগ শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন, তদন্ত কমিটির প্রধান এস এম আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।